মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র শ্রদ্ধাঞ্জলি

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছে।

বুধবার (২৬ মার্চ) সকাল ১০টার দিকে মেহেরপুর সরকারি কলেজ থেকে একটি মিছিল বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

এ সময় মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন বলেন, “আমাদের জাতীয় জীবনে আজকের দিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা টুকিমারা রাজনীতি করবেন না। যারা আপনাদের দেখে না, আপনাদের ফেলে রেখে পালিয়ে যায়, সেই নেতাদের প্রতি কিভাবে শ্রদ্ধা রাখেন, কিভাবে বিশ্বাস রাখেন—এটা বোধগম্য নয়।”

তিনি আরও বলেন, “যদি টুকিমারা রাজনীতি করেন, তবে জনগণ বুলডোজার চালিয়ে আপনাদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে। গত ১৬ বছরে আপনারা যে স্মৃতি রেখে গেছেন, যে অত্যাচারের চিহ্ন, যে রক্তের দাগ, যে লাশের উপহার দিয়েছেন, তা বাংলাদেশের মানুষ এত সহজে ভুলে যাবে—এটা ভাবাই ভুল।”

শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, যুগ্ম আহ্বায়ক ফয়েজ মোহাম্মদ, সদস্য ইলিয়াস হোসেন, আলমগীর খান সাতু, আনছারুল হক, খাইরুল বাশার, হাফিজুর রহমান হাপি, ওমর ফারুক লিটন, রোমানা আহমেদ, জেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন প্রমুখ।

এছাড়াও এসময় জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহ, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, যুগ্ম আহ্বায়ক রাকিবুল ইসলাম সজল, ইলিয়াস হোসেন, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, সহ-সভাপতি আনিসুল হক লাভলু, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হুজাইফা ডিক্লায়ার, সদর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক লিয়াকত আলী, যুগ্ম আহ্বায়ক সাইদুর রহমান, জেলা যুবদলের সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্স, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লবসহ জেলা বিএনপি’র নেতাকর্মী ও বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের

নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস পালন

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধসহ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শহীদ সকল বীরদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠন।

বুধবার সকালে জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ও মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলামের নেতৃত্বে উপজেলা বিএনপি, উপজেলা যুবদল, ছাত্রদল, জাসাসসহ অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা র্যালিসহকারে স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণ করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাগোয়ান ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি রফিকুল ইসলাম, মোনাখালি ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাইহান কবির, উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব আনোয়ারুল ইসলাম, উপজেলা জাসাস সভাপতি জুলফিকার খান হেলালসহ উপজেলা বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরে যথাযোগ্য মর্যাদায়

মহান স্বাধীনতা দিবস পালিত

মেহেরপুরে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে মহান স্বাধীনতা দিবস।

প্রত্যুষে মেহেরপুর সার্কিট হাউজ প্রাঙ্গণে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়।

এরপর সূর্যোদয়ের সাথে সাথে শহরের কলেজ মোড়ে অবস্থিত শহীদ স্মৃতিসৌধে জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

পরে পুলিশ সুপার মাকসুদা আখতার খানম পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

এরপর একে একে জেলার মুক্তিযোদ্ধা, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কর্মী, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক

সংগঠনগুলোর প্রতিনিধি, বিভিন্ন স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

সকাল ৯টায় স্টেডিয়াম মাঠে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া দিনের বিভিন্ন সময়ে আলোচনা সভা, উন্নতমানের খাবার পরিবেশন, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়েছে।

অন্যদিকে, গাংনী উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগেও যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়। প্রত্যুষে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা হয়।

পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা প্রীতম সাহার নেতৃত্বে উপজেলা শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এরপর পুলিশ বিভাগ, উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড, গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবসহ বিভিন্ন দফতরের

উদ্যোগে পৃথকভাবে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

এছাড়া মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগেও যথাযোগ্য মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হচ্ছে। মুজিবনগরে ৩১ বার তোপধ্বনির মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচি শুরু হয়।

পরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পলাশ মণ্ডলের নেতৃত্বে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। এরপর পুলিশ বিভাগের পক্ষ থেকে ওসি মিজানুর রহমানের নেতৃত্বেও পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

এছাড়া মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বিভিন্ন সরকারি দফতর, স্কুল-কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ শহীদ স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

চুয়াডাঙ্গায় মহান স্বাধীনতা দিবসের কুচকাওয়াজের প্রস্তুতি মহড়া

চুয়াডাঙ্গায় মহান স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতিমূলক কুচকাওয়াজের মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকাল নয়টার সময় চুয়াডাঙ্গা পুরাতন স্টেডিয়ামে এই কুচকাওয়াজের মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। প্রস্তুতি মূলক কুচকাওয়াজ মহড়ায় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের বিজ্ঞ সিনিয়র সহকারী কমিশনার ও নেজারত ডেপুটি কালেক্টর (এনডিসি) সাইফুল ইসলাম সাইফ।

প্রস্তুতিমূলক কুচকাওয়াজ মহড়ায় মার্চ পাস্ট করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ, আনসার ভিডিবি, বিএনসিসি, রোভার স্কাউট, গার্লস গাইডস সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার নাঈম আব্দুল্লাহ, সহকারী কমিশনার শহিদুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার ফাহাদ চৌধুরী।

আগামী ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে চুয়াডাঙ্গা পুরাতন স্টেডিয়ামে জেলা প্রশাসনের আয়োজন কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লে অনুষ্ঠিত হবে। কুচকাওয়াজ ও ডিসপ্লে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম ও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার সহ জেলার বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও কর্মকর্তা বৃন্দ।

আজ ৬ ডিসেম্বর, মেহেরপুর মুক্ত দিবস

আজ শুক্রবার (৬ডিসেম্বর) স্বাধীনতার সূতিকাগার বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী মুজিবনগর খ্যাত মেহেরপুর মুক্ত দিবস। ১৯৭১ সালের এই দিনে পাক হানাদার বাহিনীর দখল মুক্ত হয়েছিল স্বাধীনতারআঁতুড়ঘর ঐতিহাসিক মেহেরপুর জেলা। মুক্তিযোদ্ধাদেরগেরিলা হামলায় পিছুহাঁটা পাক হানাদার বাহিনীর শেষ দলটি ৫ ডিসেম্বর বিকেল থেকেগোপনে মেহেরপুর ছাঁড়তে থাকে। পরের দিন ৬ ডিসেম্বর মেহেরপুর জেলা হানাদার মুক্ত হয়।

এরআগে ২ ডিসেম্বর, জেলার গাংনী উপজেলা পাক হানাদার মুক্ত হলে শিকারপুরে (ভারত) অবস্থিতমুক্তি বাহিনীর অ্যাকশন ক্যাম্পের ক্যাপ্টেন তৎকালীন মেহেরপুর মহকুমা প্রশাসক (এসডিও)তৌফিক ইলাহী চৌধুরী হাটবোয়ালিয়ায় এসে মুক্তিবাহিনীর ঘাঁটি স্থাপন করেন। মিত্রবাহিনীও মুক্তিবাহিনী সম্মিলিতভাবে ৫ ডিসেম্বর মেহেরপুরে প্রবেশ করেন। সীমান্তে পাকবাহিনীরস্থাপন করা অসংখ্য মাইন অপসারণের মধ্য দিয়ে মেহেরপুর পুরোপুরিভাবে হানাদার মুক্ত হয় ৬ডিসেম্বর।

ওই দিন মেহেপুরের জনসাধারণ এবং আপামর মুক্তিযোদ্ধারা সর্বস্তরের লোক একযোগে রাস্তায় নেমে আনন্দ-উল্লাসকরেন। এর আগে, তৎকালিন সময়ে ছাত্র-জনতা, আনসার-মুজাহিদদের নিয়ে মুক্তিবাহিনী গড়ে তোলা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় মুজিবনগর আম্রকাননে ১৭ এপ্রিল ১৯৭১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথমসরকার শপথ গ্রহন করে।

মেহেরপুরমুক্ত দিবসের স্মৃতিচারণ করে যুদ্ধাহত বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল মজিদ পাতান জানান, ১৯৭১সালের ১৭ এপ্রিল মুজিবনগরে প্রথম সরকারে শপথ গ্রহণের পর মেহেরপুর কার্যত হানাদার বাহিনীরলক্ষ্য বস্তুতে পরিণত হয়। সে অনুযায়ী ১৮ এপ্রিল দুপুরে পাকিস্থানি হানাদার বাহিনী অস্ত্রশস্ত্রেসজ্জিত হয়ে চুয়াডাঙ্গা থেকে সড়ক পথে মেহেরপুর প্রবেশ করার সময় সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামে উপুর্যপুরি হামলা চালায়। এর এক সপ্তাহের মধ্যে মেহেরপুর সরকারি কলেজ, ভোকেশনালট্রেনিং ইন্সটিউট ও কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলসহ তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাক বাহিনী তাঁদেরশক্তিশালী দুর্গ গড়ে তোলে। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধে দিশেহারা পাক সেনারা মেহেরপুরথেকে পালাবার সময় দিনদত্ত ব্রিজ, খলিশাকুন্ডি ও তেরাইল ব্রিজ এবং বৈদ্যুতিকসহ বিভিন্নস্থাপনা ধ্বংস করে।

তিনি জানান, দীর্ঘ ৯মাস মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধের মুখে ৫ ডিসেম্বর রাত থেকেই পাক বাহিনী গোপনেমেহেরপুর ছেড়ে পালাতে থাকে। ৬ ডিসেম্বর সকালে বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী মেহেরপুর শহরেপ্রবেশ করলে অবরুদ্ধ জনতা তাদের সঙ্গে বিজয়ের উল্লাসে যোগ দেয়। এদিন লাল-সবুজের পতাকাটাঙ্গিয়ে দেয় স্বাধীনতাকামি জনতা। সাবেকমুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা সামসুল আলম সোনা জানান, মহান মুক্তিযুদ্ধকালে জেলারভাটপাড়া থেকে অনতিদূরে সাহারবাটি টেঁপুখালি, হিন্দা, লক্ষ্মী নারায়ণপুর, ধলা,গাড়াবাড়িয়া, জোড়পুকুরিয়া, ভোমরদহ, ধর্মচাকীর বহু মানুষ গনহত্যার শিকার হন। ৬ ডিসেম্বরসকাল থেকে লাল-সবুজ পতাকায় মুখরিত হয়ে ওঠে মেহেরপুর।

মেহেরপুর মুক্ত দিবস উপলক্ষে আজ শুক্রবার (৬ ডিসেম্বর) সারাদিন এ জেলায় বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছেজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিল। সকাল সাড়ে ৮টার সময় মেহেরপুর সরকারি কলেজ মোড় অবস্থিতকেন্দ্রীয় শহীদ স্মৃতিসৌধে পুস্পস্তবক অর্পণ, সকাল ৮ টা ৪৫ মিনিটের সময়ে কলেজ মোড় এলাকা থেকে জেলা শিল্পকলা একাডেমি মোড় পর্যন্ত র্যালি, সকাল ৯ টার সময়ে শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে দিবসটি পালন উপলক্ষে আলোচনা সভা করা হবে।

বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন জিয়া- ইবিতে হানিফ

বঙ্গবন্ধুর পক্ষে চতুর্থ ঘোষক হিসেবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেছেন জিয়াউর রহমান বলে জানিয়েছেন কুষ্টিয়া-৩ আসনের সংসদ ও বাংলাদেশ আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ।

বৃহস্পতিবার (১৮ আগস্ট) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের আমন্ত্রণে শহিদদের স্মরণে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে এসে বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান মিলনায়তনে এ মন্তব্য করেছেন তিনি।

বক্তব্য সূত্রে জানা যায়, জিয়াউর রহমানের পূর্বে আরো তিনজন একই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেছিল। শুধুমাত্র ঘোষণাপত্র পাঠের জন্য যদি স্বাধীনতার ঘোষক হয়, তাহলে প্রথম ঘোষনা দিয়েছিলেন তৎকালীন চট্টগ্রাম জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হান্নান।

তিনি প্রথম ২৬ তারিখে চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেছিলেন। পরবর্তীতে ২৬ তারিখ বিকেলে আওয়ামী লীগ নেতা বিল্লাল আহমেদ ঘোষণাপত্র পাঠ করেন। পরদিন ২৭ মার্চ বিল্লাল আহমেদ ও কায়কোবাদ সারাদিন ঘোষণাপত্র পাঠ করতে থাকেন। পরে বিকেল পাঁচটায় জিয়াউর রহমান চতুর্থ ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণাপত্র পাঠ করেন।’

বিশ্ববিদ্যালয়ের বীরশ্রেষ্ঠ হামিদুর রহমান মিলনায়তনে (টিএসসিসি) বেলা সাড়ে ১১টায় এ আলোচনা সভাটি অনুষ্ঠিত হয়।

শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি ফয়সাল সিদ্দিকী আরাফাতের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক নাসিম আহমেদ জয়ের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কুষ্টিয়া-৪ আসনের সংসদ সদস্য সেলিম আলতাফ জর্জ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক শেখ আবদুস সালাম, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক আলমগীর হোসেন

ভূঁইয়া ও সাবেক কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সেলিম তোহা।

মেহেরপুরে বঙ্গবন্ধুর শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস পালনের প্রস্তুতি সভা

স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৭ তম শাহাদত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২২ পালন উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ রবিবার(১৭ জুলাই) সকাল ১০ টার সময় জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত প্রস্তুতি সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ডক্টর মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান।

প্রস্তুতি সভায় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক গোলাম রসুল, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক মৃধা মোহাম্মদ মোজাহিদুল ইসলাম, সিভিল সার্জন ডাঃ মোঃ জওয়াহেরুল আনাম সিদ্দিকী, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নাজমুল হুদা, সদর উপজেলা নির্বাহি অফিসার আসাদুজ্জামান রিপন, গাংনী উপজেলা নির্বাহি অফিসার মৌসুমী খানম অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জামিরুল ইসলাম, গাংনী পৌরসভার মেয়র আহমেদ আলী, মেহেরপুর পৌরসভার প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন, বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক হাসানুজ্জামান মালেক।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গায়

মহান স্বাধীনতা দিবস পালিত

৪৯ তম মহান স্বাধীনতা দিবস দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ করোনা ভাইরাস আতঙ্কে সংক্ষিপ্ত আকারে পতাকা উত্তোলন করেছে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৭ টায় দলীয় কার্যালয়ে সম্মূখে ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শফিকউর রহমান দলীয়, যুগ্ম সম্পাদক আব্দুস সালাম বিশ্বাস জাতীয় পতাকা উত্তোলন সহ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পঅর্পন করেন।

এ সময় উপস্হিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি সহিদুল হক,ইউনিয়ন আ,লীগের সহসভাপতি আব্দুল কাদের বিশ্বাস, সাংগাঠনিক সম্পাদক জাহিদুর রহমান মুকুল, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক সম্পাদক নুর ইসলাম, ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজ কচি, যুগ্ম সম্পাদক শরিফ রতন, কৃষকলীগের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল বিশ্বাস মিঠু, ছাত্রলীগের সভাপতি কামরুজ্জামান রানা, আ,লীগ নেতা সাঈদুর রহমান সাঈদ, শেখ মজিবর রহমান,হামিদুল হক তরফদার, রবি মন্ডল, শফিকুল ইসলাম যুবলীগ নেতা শামিম চৌধুরী, মঞ্জুর রাশেদ তুহিন, বিল্লাল হোসেন প্রমুখ।

মহান স্বাধীনতা দিবসে মেহেরপুর জেলা বিএনপির পুস্পমাল্য অর্পণ

২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবসে শহীদদের প্রতি সম্মান জানিয়ে শহীদ বেদীতে পুস্পমাল্য অর্পণ করেছেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর মাসুদ অরুনের নেতৃত্বে শহীদ বেদীতে পুস্পমাল্য অর্পণ করা হয়।

এসময় সময় জেলা বিএনপির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে সংক্ষিপ্ত পরিসরে স্বাধীনতা দিবস পালন

মুজিবনগরে স্বল্প জনসমাগমে সংক্ষিপ্ত পরিসরে যথাযথ মর্যাদায় মহান স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়েছে।

বৃহস্প্রতিবার সকালে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে এ উপলক্ষে মুজিবনগর সৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পন করা হয়।

উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুষ্পমাল্য অর্পন করেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনী,মুজিবনগর থানার পক্ষ থেকে পুষ্পমাল্য অর্পন করেন মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেম ও উপজেলা আওয়ামীলীগের পক্ষ থেকে পুষ্পমাল্য অর্পন করেন মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি জিয়াউদ্দীন বিশ্বাস।

এ সময় বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন, উপজেলা এলজিইডি ইন্জিনিয়ার শাহীন আক্তার, উপজেলা তথ্য সেবা কর্মকর্তা তানিয়া খন্দকার উপস্থিত ছিলেন। পুষ্পমাল অর্পন শেষে পতাকা উত্তলোন করা হয়। এবং ১ মিনিট নিরবতা পালন করে দোয়া করা হয়।

এর আগে ৩১ বার তপধনির মধ্যে দিয়ে দিবসটির শুভ সূচনা করা হয়।